(৪০) উদভ্রান্ত আশা

তুমি ও তোমরা ভুলে গেছো আমাকে

কিন্তু ভুলেনি প্রকৃতির সেই পথ-ঘাট

সেই আমার ফেলে আসা নিত্য দিনের অভিসারের

পুকু্র পাড়,দেবদারু বৃক্ষ,দেব মন্দিরের বেদী

যেখানে বসে তুমি-আমি দু’জন গাইতাম প্রেমগীতি।

এক যুগ পড়ে এই সব দিন-রাত্রি,প্রকৃতি আমায় ভুলেনি

এক প্রচ্ছন্ন আকর্ষনে ওরা বেঁধে রেখেছে আমায়;

দেবদারু বৃক্ষটিকে সুধালাম সে ভুলেছে কি না?

না দেবদারু যেন দেবদাসের মতো উওর দিল

পারুকে ভুলা দেবদাসের যেমন সম্ভব নয়;

ঠিক তেমনি পল্লব-পল্লবীর কতকথা দেবদারু ভুলেনি।

দেব মন্দিরের বেদীর যেখানে আমরা নিত্য দিন বসতাম

অনেক দিন ধরে কেউ বসেছে বলে মনে হয় না,

কোন এক দোল পুর্ণিমা রাতে কে বা কারা

হোলি খেলার রঙ খেলতে গিয়ে খানিকটা রঙ;

আজও লেগে আছে বেদীর আস-পাশে,কিনারায়।

এ স্থানটিতে বসে আজ আমি একা কেবলি ভাবছি

হায়রে!আমার জীবনের উদভ্রান্ত আশা,ভালবাসা

জীবনের অথৈ সাগরে হাল ভাঙ্গা নাবিক যেমন

কুল-কিনারাহীন দূর দিগন্তে নাহি পায় দিশা;

তেমনি তোমাকে পাওয়ার সকল স্বপ্ন প্রকৃতির সাক্ষ্য

আজও বিদ্যমান যদিও তুমি নেই মিটে না তাই তৃষা।

(৪১) মন চায়

হাজার ইচ্ছে আজও খুঁজে

তোমায় খুঁজি দূর সীমানায়

যেখানে কেবল তোমার

আমার হৃদয় একাকার,

মন চায় তোমার সানিধ্য

পেতে গভীর মোহনায়;

মনে হয় অনেক দেখার ছিল

অনেক কথা বলার ছিল।

এ বসন্তে এক যুগ হবে

তোমার সংঙ্গে দেখা নেই

তোমার ডাগর দু’টি চোখে

চোখ রাখা হয়নি একটি বার

তোমার শরীরের ভাঁজে

ভাঁজে আমার পরিচয় নেই;

তবুও কেবল মনের পরিচয়ে

তোমায় পেতে আজও মন চায়।

মধু জমে মিশ্রি হলে

সে আর গড়িয়ে যায় না,

সে কথাটি আমার জীবনে

আজ় দ্রুব সত্য হলো;

তবুও তোমায় বার বার

দেখতে মন চায়।

(৪২) কুহেলিকা

সে দিন কলেজ থেকে ফিরে পুকুরের পাড় দিয়ে

হেঁটে আমার রোমে যেতে যেতে তোমার সংঙ্গে;

হঠাৎদেখা হয়ে গেলো।

তোমার চোখে চোখ পড়তেই তুমি হাসছিলে

সেদিন সন্ধাবেলা তোমার রোমে যাওয়ার;

প্রথম নিমন্ত্রণ পেলাম।

সেই যাওয়া থেকে শুরু হলো আসা-যাওয়া

তোমা্র পক্ষ থেকেই শুরু হলো;

আমার প্রথম ভালবাসা।

সেদিন বি,টি,ভি’তে ছিল প্রথম বসন্ত উৎসব

তোমাদের ড্রয়িং রোমে তোমার সাথে;

প্রথম গোপন কানাকানি।

ফাগুন উৎসব পালনে নৃত্যা অনুষ্টান চলছে

তুমি আমি কোন কারন ছাড়াই হাসছি;

বুঝলাম ! এ প্রথম ভাললাগা।

এ ভাললাগা থেকেই শুরু হয় আমাদের

দু’জনের হৃদয় দেয়া-নেয়ার সে দিনক্ষন

লিখি তাই আজো প্রেমের কাব্য মালা।

তোমাদের স্কুলে যেদিন প্রথম গান গাই

সে গানের কলিটি আজো মনে পড়ে;

‘তুমি কি এখন দেখেছ স্বপন আমারে আমারে আমারে’?

সে দিন থেকে আমার স্বপ্ন শুরু হয় তোমাকে নিয়ে

তোমাকে পাওয়ার জন্যে নিজেকে গড়ে তোলা;

ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করলাম।

তোমার নৌকা ভাঁজের পত্র যে দিন প্রথম পেলাম

সে দিন আমি তোমার পত্রটি অনেকবার পড়েছি;

মনের অজান্তেই তোমার প্রেমে পড়েছি।

যেদিন সিলেট চলে এলাম একটি বে-সরকারী হাই স্কুলে

চাকুরীতে যোগদান দিতে সে দিনটির কথা;

ঘুর্ণাক্ষ্ররে আজও ভুলতে পারিনি সে কতকথা।

সে দিন তোমার দুচোখ ভরে কান্না মন্দিরের বেদীতে

অনেক রাত পযর্ন্ত তোমার কোলে মাথা রেখে;

আমাদের সোনার সংসার গড়ার কত পরিকল্পনা।

আমার ঠিকানা তোমায় দিয়ে এসেছিলাম ইতিমধ্যে

তোমার বান্ধবীর ঠিকানা দিয়ে আমায় পত্র দিবে;

কিন্তু আমার অপেক্ষার শেষ হতে অনেক দিন লেগেছিল।

অনেক দিন পড়ে তোমার পত্র এলো তাতে

আমার হতাশা শুধু বেড়েই গেলো না যন্ত্রনা আরো;

শতগুণ বেড়ে গেলো শুনে তোমার মায়ের শাসন।

আমার জীবনে তোমাকে পাওয়ার স্বপ্ন

কুড়িয়ে পাওয়া সোনালী বোতামটির মতই;

আজও আমার ডায়েরীর সাক্ষী সুতায় বাঁধা।

কুহেলিকার অন্ধকারে হারিয়ে গেল

আমার জীবনের বারটি বসন্তের সুখ-প্রচ্ছদের;

তোমাকে পাওয়ার স্বপ্ন মিলন মেলা।

(৪৩) যবনিকা

সে দিন দূর থেকে তোমায় দেখে বড়ই সাধ জেগেছিল

অনেকদিন আগে ফেলে আসা ভালবাসার প্রবাল দ্বীপে;

ডুব দিয়ে গভীর জলরাশির দারুচিনির গন্ধ পেতে,

সকল বাঁধা পেরিয়ে ডুবুরি যেমন সিন্ধু সেচে মুক্তা আনে

তেমনি তোমায় পেতে কোন বাঁধাই বাঁধা মনে হয় না।

কিন্তু যে দিন জানলাম মরমে অন্য একটি ভ্রমরা এসেছে

তোমার মনের বাগানের মধু লভিতে তোমার ইচ্ছায়;

সে দিন হতে ঘৃনা করি তোমার মনের পরিবর্তনকে,

সেদিন হতে ঘৃনা করি তোয়ার বেহায়াপনা নারীত্বকে

দিনলিপিতে লিখি তোমার-আমার প্রেমের যবনিকা।